দৈনিক বাংলা

17

তারিখ ... 03 SEP 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৮ ...

প্রথম বই

"খোয়াব": শওকৎ চৌধুরী। প্রকাশক হোসাইন আহমেদ, আহমেদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা। প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও অংগসজ্জা মাসুক হেলাল। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯৯/জুলাই ১৯৯২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। বিনিময় ৪০ টাকা।

একজন তরুণ গ্রন্থকার শওকৎ চৌধুরী, যাকে আমি ১৯৮৪ সাল থেকে চিনি, কোনো পর্যায়ের লেখক হিসাবে আদৌ নয়, নিতান্ত ডি-একসিং অর্থাৎ দেশবিদেশের বেতার-স্রোতা ক্লাবের একজন উৎসাহী সংগঠক হিসাবে যিনি আমার ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, এ মুহূর্তে তার সহসা ভিন্নতর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ বাংলাদেশের অগণিত সংখ্যক তরুণ লেখকের জন্য ঈর্ষনীয় বলে আমি অকপট বিবেচনাকরছি।

আমি তাঁর উপন্যাস কল্প গ্রন্থ 'খোয়াব'-এর পান্ডুলিপিটির দ্রুত পাঠোদ্ধার করে ভেবেছিলাম এই প্রথম প্রয়াস, সাদামাটা কাহিনীর বিবরণধর্মী লেখাটি প্রথমতঃ কোনো চেনাজানা সাময়িকী সম্পাদকের সৌজন্যে মনোনীত ও পত্রস্থ হতে পারে, যা এই নবযাত্রীকে উৎসাহ যোগাবে, কিন্তু বিস্ময়কর এই যে তখন থেকে মাত্র একমাসের ব্যবধানে সেই পান্ডুলিপিটি কিছুটুক পরিমার্জন ও সংযোজনক্রমে আদ্যন্ত একটি সুদৃশ্য প্রচ্ছদ-জ্যাকেট এবং রুচিশীল ছাপা-বাঁধাই হয়ে একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। আমাদের দেশে অনুরূপ সামর্থ এবং সাহস বিরল। একথা সত্য যে, গ্রন্থাকার হলেন বলেই তরুণ শওকৎ চৌধুরী এখন অনায়াসে আলোচনার তুলাদন্ডে উঠে আসবেন, যে ক্ষেত্রে বছরের পর বছর খন্ড খন্ড রচনার সঙ্গে পত্রপত্রিকায় ছাপার অক্ষরে নাম সংযোজিত হওয়া সত্ত্বেও আলোচনায় উপেক্ষিত থাকেন বাংলাদেশের সাহিত্য কর্মীরা।

একজন নবাগতকে স্বাগত জ্ঞাপনের উপলক্ষে আমার একান্ত প্রত্যাশা হচ্ছে, যাত্রান্তের চমক অক্ষুণ্ন রেখে তরুণ শওকৎ চৌধুরী যেন যৌবনের ধাপে ধাপে ক্রম পরিপক্ব হতে পুস্তক প্রণেতা হিসাবে
থাকেন নিরলস আত্মনিষ্ঠ।

বেলাল মোহাম্মদ